চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির শুরুতেই সরকার স্বাস্থ্যসেবা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়, জরুরি মানবিক সহায়তা এবং দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এসময়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের স্থবিরতার ফলে একদিকে রাজস্ব আহরণের শ্লথ গতি এবং অন্যদিকে মহামারি মোকাবিলায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি রাজস্ব খাত ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তবে সরকার দক্ষতার সাথে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৩০%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪০%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০৮%)। অর্থ বিভাগের আইবাস++ ডাটাবেজ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,২৫,১১৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৭.৮৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৩৯ শতাংশ বেশি। এসময়ে এনবিআর কর্তৃক ১,৯৮,৮৭১ কোটি টাকার রাজস্ব আহরিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৬২.২৬ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৮.৮১ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৯৩,৫০০ কোটি (জিডিপি'র ১৪.৯৩%) টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২,০৭,৫৫০ কোটি টাকা (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৫.০১ শতাংশ বেশি। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপির ৫.১ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.৭ শতাংশ এবং ৪.৩ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের প্রবাহের পরিমাণ হলো ৫,৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৬৩ শতাংশ বেশি। ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ৫৫,৮২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপি'র ১২.২৩ শতাংশ।

চলমান করোনা মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের স্থবিরতা সাম্প্রতিক সময়ে রাজস্ব খাত ব্যবস্থাপনায় বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। একদিকে রাজস্ব আহরণের শ্লথ গতি এবং অন্যদিকে মহামারি মোকাবিলায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব খাত ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করছে। রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এনবিআর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে স্বয়ংক্রিয় (automated) পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইন এবং এর আওতায় প্রণীত বিধি-বিধান বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। অনলাইনে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এনবিআর বহির্ভূত কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণেও নানাবিধ পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।

রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৩০%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪০%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০৮%)। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা মূল বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার অনুরূপ রাখা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৪.১ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.১: রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
কোটি টাকায়							
মোট রাজস্ব	১৭৭৪০০	২০১২১০	২৫৯৪৫৪	৩১৬৫৯৯	৩৪৮০৬৯	৩৫১৫৩২	৩৮৯০০০
কর রাজস্ব	১৫৫৪০০	১৭৮০৭৫	২৩২২০২	২৮৯৫৯৯	৩১৩০৬৮	৩১৬০০০	৩৪৬০০০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২০০০	২৩১৩৫	২৭২৫২	২৭০০০	৩৫০০২	৩৫৫৩২	৪৩০০০
জিডিপি'র শতকরা হারে							
মোট রাজস্ব	৮.৫৫	৮.৬৬	৯.৮৩	১০.৭৩	১০.৯৮	৯.৯৬	৯.৭৮
কর রাজস্ব	৭.৪৯	৭.৬৬	৮.৮০	৯.৮১	৯.৮৭	৮.৯৫	৮.৭০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.০৬	১.০০	১.০৩	০.৯১	১.১০	১.০১	১.০৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক

নোট: ১) উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক, ২) জিডিপির ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬,

এনবিআর উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,০১,০০০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে এনবিআর-এর হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৫৯,৮৮১.৮০ কোটি টাকা যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৬.৩৪ শতাংশ। এ সময়ে এনবিআর কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯.০০ শতাংশ। এর মধ্যে আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি: ১৭.৬১ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: ১৮.১৪ শতাংশ, আমদানি শুল্ক: ২৮.৮১ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্ক: ১৮.৬৫ শতাংশ। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রথম ৮ মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২২) সাময়িক হিসেবে এনবিআর কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের পরিমান দাঁড়িয়েছে ১,৭৬,৪৫৮.৪৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৩.৪৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.২৮ শতাংশ বেশি। এরমধ্যে আমদানি শুল্ক খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২১.৫২ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: ১৬.৭৫ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্ক: ৮ ৮৮. শতাংশ। এছাড়া আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.২৮ শতাংশ। সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.১-এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.২ এনবিআর কর্তৃক খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আহরনের খাতসমূহ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
১. আমদানি শুল্ক	১৮০১১.৮	২১০৬৯.১৯	২৪৩১৯.৭৮	২৪২৬৯.৫২	২৩৫৫৯.৫	৩০৪৫৫.৯১	২২২৬০.২৯
২. মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	২০৫৮৭.১৪	২৫৫৬১.০৯	২৯০৪৯.৭৮	৩১৪০০.৮৩	৩০০১৬.৬৪	৩৮২৭১.৭৮	২৮৪০৩.৬০
৩. সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৬৫৬০.৩৩	৭৬২৮.৮৯	৭৮৭৩.১১	৭৬৬৫.০১	৬৯৭৫.১৫	৮৪২২.১২	৬১১১.৪৮
৪. রপ্তানি শুল্ক	৩৯.৭৪	২২.৭০	৩৫.৮৮	৫৫.২৪	১.০৩	০.৬০	০.৬৭
উপ মোট	**৪৫১৯৯.০১**	**৫৪২৮১.৮৭**	**৬১২৭৮.৫৫**	**৬৩৩৯০.৬**	**৬০৫৫২.৩২**	**৭৭১৫০.৪১**	**৫৬৭৭৬.০৪**
৫. আবগারী শুল্ক	১৫৮২.০৩	১৭৯০.৫১	২০৭২.৫৯	২৩৭৩.৩৮	২২৭৯.৪	২৪১৮.১৮	২৫৭৪.৫৬
৬. মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	৩৪৮৬২.৮২	৩৮২৮৭.৭৬	৪৬৭১৬.৪৫	৫৫৯৭১.১৯	৫৬০৮০.৬৯	৬৩৭৮৬.৭৭	৪৩৩৩৩.২৮
৭. সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৯৬৩০.৯৬	২৩৪৮১.৭০	২৯৯০২.৭৪	২৮৮১৪.৫৩	২৫৪৭১.১২	৩০০৪৭.৭৩	১৯৮৬৮.৯০
৮. টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৪.৮৫	২.৪৫	২.১৯	২.৫৩	১.১	১.৪৫	০.৪৬
৯. অন্যান্য (স্থানীয় পর্যায়ে)	-	-	-	১৮.২	৬৩৪.৬৯	১২৫৩.০৯	৫৯৬.৯১
উপ মোট	**৫৬০৮০.৬৬**	**৬৩৫৬২.৪২**	**৭৮৬৯৩.৯৭**	**৮৭১৭৯.৮**	**৮৪৪৬৭**	**৯৭৫০৭.২২**	**৬৬৩৭৪.১১**
মোট পরোক্ষ কর	**১০১২৭৯.৬৭**	**১১৭৮৪৪.২৯**	**১৩৯৯৭২.৫২**	**১৫০৫৭০**	**১৪৫০১৯.৩২**	**১৭৪৬৫৭.৬৩**	**১২৩১৫০.১৫**
১০. আয়কর	৫১৩২৮.৯২	৫২৭৫৪.৯৩	৬১১৪৪.৫	৬৯০৭৪.৫১	৭০৫০১.৪৯	৮৪৮৮৮.২৪	৫২৮৫৪.৩৭
১১. ভ্রমণ ও অন্যান্য কর/শুল্ক	১০১৮.৩৭	১০৫৭.২২	১১৯৫.৯২	১১২৬.৬৮	৯৩০.৯৬	৩৩৫.৯৩	৪৫৩.৯৪
মোট প্রত্যক্ষ কর	**৫২৩৪৭.২৯**	**৫৩৮১২.১৫**	**৬২৩৪০.৪২**	**৭০২০১.১৯**	**৭১৪৩২.৪৫**	**৮৫২২৪.১৭**	**৫৩৩০৮.৩১**
সর্বমোট	**১৫৩৬২৬.৯৬**	**১৭১৬৫৬.৪৪**	**২০২৩১২.৯৪**	**২২০৭৭১.৬২**	**২১৬৪৫১.৭৭**	**২৫৯৮৮১.৮০**	**১৭৬৪৫৮.৪৬**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	৩৪.০৭	৩১.৩৫	৩০.৮১	৩২.৫৬	৩৩.০০	৩২.৭৯	৩০.২১
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	৬৫.৯৩	৬৮.৬৫	৬৯.১৯	৬৭.৪৪	৬৭.০০	৬৭.২১	৬৯.৭৯

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত

লেখচিত্র ৪.১: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%)

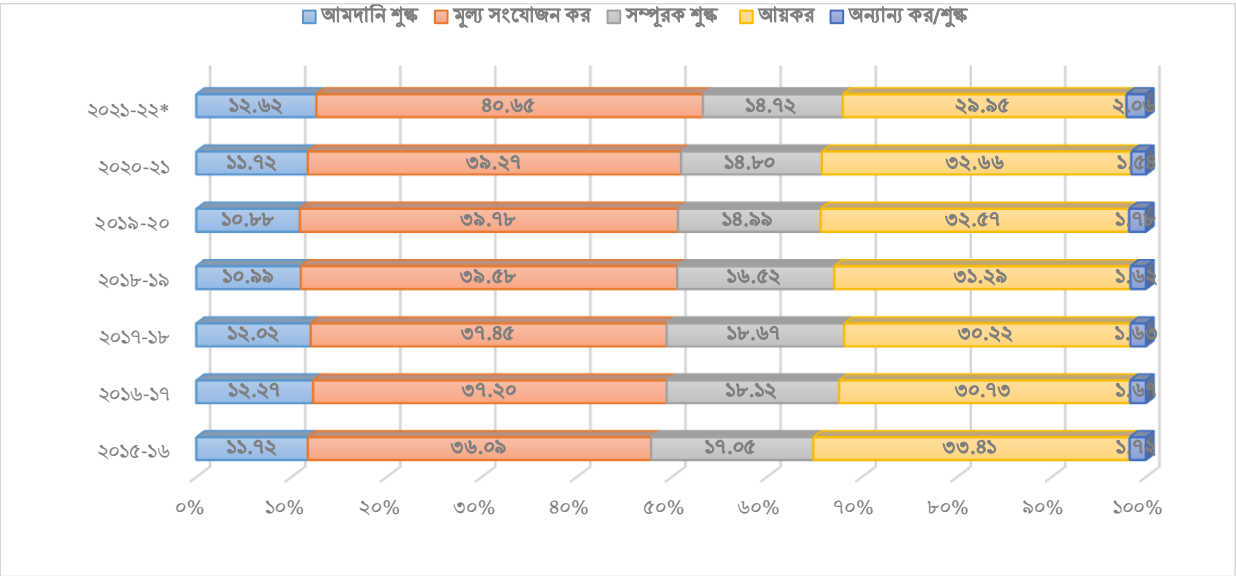

* জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২২

রাজস্ব খাতে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৪.১ এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহের মধ্যে রয়েছে মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিসিয়াল) এবং সারচার্জ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বে পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৯১৬ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৪৭ শতাংশ কম। ২০২১-২২ অর্থবছরের এ খাতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৬,০০০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত) এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,০৪০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ২৫.২৫ শতাংশ।

কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ

কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রধান খাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, প্রশাসনিক ফি, সেবা বাবদ প্রাপ্তি, অবাণিজ্যিক বিক্রয় এবং কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫,৫৩২ কোটি টাকা। এ সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮,৮৬২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১৬৫.৫১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩৩.৮৮ শতাংশ বেশি। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব খাতে প্রাপ্তি (স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রভৃতির উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়) বৃদ্ধি পাওয়ায় কর বহির্ভূত রাজস্ব আরহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে সাময়িক হিসাবে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২২,০৪৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫১.৩১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ৩৬.৮৫ শতাংশ কম।

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা

২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার নতুন অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক সরকারি ব্যয় ও সম্পদ বন্টন করেছে। সরকারের উন্নয়ন প্রাধিকারের মূল লক্ষ্য হলো আর্থিক প্রণোদনার সহায়তায় কোভিড-১৯ মহামারির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় সরাসরি জড়িত যেমন- স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজকল্যাণ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সারণি ৪.৩-এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের গতিধারা তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.৩: সরকারি ব্যয়ের লক্ষমাত্রা

খাত	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
কোটি টাকায়							
(ক) পরিচালন ব্যয়	১৫৬৫৯২	১৭৫৮৪৯	২১০৫৭৮	২৬৬৯২৬	২৯৫২৮০	৩২৩৬৮৮	৩৬৯০৫৫
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৮১৪০৭	৮৮০৯০	১৫৩৬৮৮	১৭৩৪৪৯	২০২৩৪৯	২০৮০২৫	২১৯৫২১
(গ) অন্যান্য ব্যয়	২১৭	৫৫৬০	৭২২৯	২১৬৬	৩৯৪৮	৭২৭০	৪৯২৫
মোট ব্যয় (ক+খ+গ)	২৬৪৫৬৪	২৬৯৪৯৯	৩৭১৪৯৫	৪৪২৫৪১	৫০১৫৭৭	৫৩৮৯৮৩	৫৯৩৫০১
জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (%)							
(ক) পরিচালন ব্যয়	৭.৫৪	৭.৫৭	৭.৯৮	৯.০৪	৯.৩১	৯.১৭	৯.২২
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৩.৯২	৩.৭৯	৫.৮২	৫.৮৮	৬.৩৮	৫.৮৯	৫.৫৮
(গ) অন্যান্য ব্যয়	০.০১	০.২৪	০.২৭	০.০৭	০.১২	০.২১	০.১২
মোটব্যয় (ক+খ+গ)	১২.৭৫	১১.৫৯	১৪.০৮	১৪.৯৯	১৫.৮২	১৫.২৭	১৪.৯৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * সাময়িক

নোট: ১) উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

২) উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

৩) জিডিপির ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬।

পরিচালন ব্যয়

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় বাবদ ৩,২৩,৬৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তন্মধ্যে আবর্তক ব্যয় ৩,০২,৫৪৭ কোটি টাকা (৯৩.৪৭%) এবং মূলধন ব্যয় ২১,১৪১ কোটি টাকা (৬.৫৩%)। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতে বরাদ্দ-বেতন ও ভাতাদি: ২০.২৭ শতাংশ, পণ্য ও সেবা: ১০.৫৪ শতাংশ, সুদ পরিশোধ: ১৯.৭২ শতাংশ (এরমধ্যে বৈদেশিক ঋণের সুদ ১.৬৪ শতাংশ) এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং চলতি স্থানান্তর: ৪২.১৯ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট পরিচালন ব্যয় ৩,৬৯,০৫৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ১৩.৭৬ শতাংশ বেশি। পরিচালন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতের বরাদ্দ- বেতন ও ভাতাদি: ১৯.৪৩ শতাংশ, পণ্য ও সেবা: ৯.২৮, সুদ পরিশোধ: ১৯.৩৫ শতাংশ, যার মধ্যে বৈদেশিক সুদ পরিশোধ: ১.৭০ শতাংশ এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং চলতি হস্তান্তর: ৪৩.৯৩ শতাংশ। লেখচিত্র ৪.২-এ বিগত ৩ বছরের পরিচালন ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৪.২: পরিচালন ব্যয় বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়)

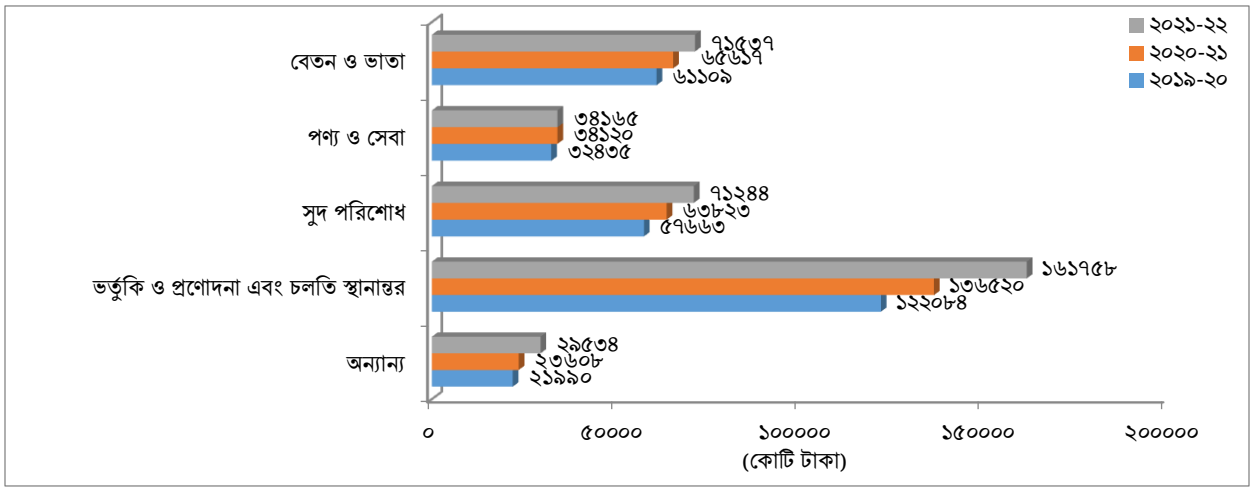

নোট: অন্যান্য এর মধ্যে রয়েছে থোক, সম্পদ সংগ্রহ ও পুর্ত কাজ, শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক আর্থিক সম্পদ।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রনোদনা প্যাকেজ

কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় বিভিন্ন দেশ নানা ধরনের প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর প্রাদূর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই সংকট মোকাবেলায় সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ থেকে উদ্ভূত বৈশ্বিক মহামারির ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় এবং অর্থনীতির উপর এর

সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং দিক নির্দেশনায় সরকার স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এসব কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১টি কর্মসূচি সম্বলিত ১,২০,১৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করে। পরবর্তীতি ২০২০-২১ অর্থবছরে এর আওতা বৃদ্ধি করে ২৮টি কর্মসূচি সম্বলিত ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার সামগ্রিক একটি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুণরুদ্ধার প্যাকেজ (জিডিপির ৬.২৩%) ঘোষণা করেছে যা জরুরি স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সংযোজনী ২-এ ২৮টি কর্মসূচীর তালিকা দেয়া হলো।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি'র আকার ছিল ২,২৫,৩২৪ কোটি টাকা, এরমধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১,৩৭,৩০০ কোটি টাকা (৬০.৯৩%) প্রকল্প সাহায্য ৬৮,৬১০ কোটি টাকা (৩৯.০৭%)। এছাড়া, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের ১১,৪৬৯ কোটি টাকাসহ এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২,৩৬,৭৯৩ কোটি টাকা। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প সংখ্যা ১,৫৩৪টি (বিনিয়োগ প্রকল্প: ১৩২৪টি, কারিগরি সহায়তা: ১২০টি, সায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন: ৯০টি)।

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশেধিত এডিপি'র বরাদ্দ ২,০৭,৫৫০ কোটি টাকা এরমধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১,৩৭,৩০০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৬৬.১৫%), প্রকল্প সাহায্য ৭০,২৫০ কোটি টাকা (৩৩.৮৫%)। স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ৯,৬২৫ কোটি টাকা সহ মোট সংশোধিত এডিপি'র আকার দাঁড়ায় ২,১৭,১৭৫ কোটি টাকা। কোভিড-১৯ এর কারণে সাম্প্রতিক বছরসমূহে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯০ শতাংশের নীচে হলও অন্যান্য বছরসমূহে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯০ শতাংশের ওপরে রয়েছে। সারণি-৪.৪-এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মূল ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরদ্দ ও ব্যয় (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত) দেখানো হলো:

সারণি ৪.৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা (মূল এডিপি)	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা (আরএডিপি)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৫-১৬	১১২৪	৯৭০০০	৬২৫০০	৩৪৫০০	১৩১৫	৯১০০০	৬১৮৪০	২৯১৬০	৮৩৫৮১ (৯২%)	৫৮৩৫৭ (৯৪%)	২৫২২৪ (৮৭%)
২০১৬-১৭	১১২৩	১১০৭০০	৭০৭০০	৪০০০০	১৪১৫	১১০৭০০	৭৭৭০০	৩৩০০০	১০০৮৪০ (৯১%)	৭২৪১০ (৯৩%)	২৮৪৩০ (৮৬%)
২০১৭-১৮	১২৩৯	১৫৩৩৩১	৯৬৩৩১	৫৭০০০	১৫৫১	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০	১৪১৪৯২ (৯৫%)	৮৯১৫৫ (৯৩%)	৫২৩৩৭ (১০০.৫%)
২০১৮-১৯	১৩৯১	১৭৩০০০	১১৩০০০	৬০০০০	১৭৮৫	১৬৭০০০	১১৬০০০	৫১০০০	১৫৮২৬৯ (৯৫%)	১১১১৬৫ (৯৬%)	৪৭১০৪ (৯২%)
২০১৯-২০	১৫১৬	২০২৭২১	১৩০৯২১	৭১৮০০	১৭৪৮	১৯২৯২১	১৩০৯২১	৬২০০০	১৫৫৬৯৮ (৮০%)	১০৮১৭২ (৮৩%)	৪৭৫২৬ (৭৭%)
২০২০-২১	১৬২৫	২০৫১৪৫	১৩৪৬৪৩	৭০৫০২	১৮০৯	১৯৭৬৪৩	১৩৪৬৪৩	৬৩০০০	১৬৪৪৮২ (৮৩%)	১১১৯৬৬ (৮৩%)	৫২৫১৬ (৮৩%)
২০২১-২২*	১৪৯২	২২৫৩২৪	১৩৭৩০০	৮৮০২৪	১৭১১	২০৩৩৬৪	১৩৩৭৫৯	৬৯৬০৫	৮০৮৭৯ (৪০%)	৪৯৫৯৪ (৩৭%)	৩১২৮৫ (৪৫%)

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। **নোট:** সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত, * ব্যয় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ

সারণি ৪.৫-এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের ধারায় এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের মধ্যে পরিবহণ; বিদ্যুৎ; ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ; শিক্ষা ও ধর্ম; পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর; বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি; স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ; কৃষি; পানি সম্পদ ও শিল্প সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত পরিবহন সেক্টর যা মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ২৪.৯০ শতাংশ। বিগত

বছরসমূহে এডিপিতে পরিবহণ সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। সরকার পরিবহণ; বিদ্যুৎ এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নেও সচেষ্ট। শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ২৬,৪৯১.৯৬ কোটি টাকা যা মোট এডিপি বরাদ্দের ১৩.৪০ শতাংশ। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ১৪,৯২১.৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭.৫৫ শতাংশ। একইভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ১৮,২৮৯.৭ কোটি টাকা যা মোট এডিপি'র ৯.২৫ শতাংশ।

সারণি ৪.৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র (২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১	
সেক্টর	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১. কৃষি	৫৭৪১.৬০	৫.১৯	৫২৮৩.৫২	৩.৫৬	৬৯১৮.২৪	৩.৯২	৬৬২৩.৫৩	৩.৪৩	৭৭৩৪.২৯	৩.৯১
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	১০৭৬১.৪৩	৯.৭২	১৬৭২২.০০	১১.২৭	১৫১৫৪.২৫	৮.৫৮	১৫৭৭৭.৯১	৮.১৮	১৮২৮৯.৭	৯.২৫
৩. পানি সম্পদ	৩৩৪২.১১	৩.০২	৪১৪৭.৩১	২.৮০	৫০০০.৮৭	২.৮৩	৬৫৫২.৭৯	৩.৪০	৬৭০৮.৯৩	৩.৩৯
৪. শিল্প	৯৭৪.১২	০.৮৮	১৫৬৩.৫৫	১.০৫	২১৭৬.০১	১.২৩	৩২৩৮.১০	১.৬৮	৩৫০০.০৯	১.৭৭
৫. বিদ্যুৎ	১৩৪৪৭.৫৭	১২.১৫	২২৩৪০.৩২	১৫.০৬	২৫৮১৯.১৭	১৪.৬২	২৩৬৩১.৭৮	১২.২৫	২১৯৪৫.১৭	১১.১০
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১০৬৭.৮৭	০.৯৬	১৩৪৬.৪৮	০.৯১	৫৭৩৭.০৬	৩.২৫	২৪১৭.০৭	১.২৫	১৭৪৮.৭৯	০.৮৮
৭. পরিবহণ	২৭৩৬০.২৩	২৪.৭২	৩৭৫১৩.২২	২৫.২৮	৩৯৫৩১.১৭	২২.৩৮	৪৭৪৩১.৯২	২৪.৫৯	৪৯২১২.৮৬	২৪.৯০
৮. যোগাযোগ	১৯১৫.৭৯	১.৭৩	৯৩৭.৪৪	০.৬৩	২২২১.০১	১.২৬	১৭৩৯.৬৪	০.৯০	১৫৩৭.৩৩	০.৭৮
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	১৪৩৯১.১৭	১৩.০০	১৫১৪৬.৮৩	১০.২১	২১৯৫৬.৫১	১২.৪৩	২৬৮৩৯.২৫	১৩.৯১	২৬৪৯১.৯৬	১৩.৪০
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	১২৮৪৫.৯৭	১১.৬০	১৪১৮৬.৫৬	৯.৫৬	১৫৫১০.৮৪	৮.৭৮	২০৪২৯.১০	১০.৫৯	২৪৫৭১.৯৬	১২.৪৩
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২১৪.১৯	০.২৮	৩১৮.৬১	০.২১	৬৫৩.৬৬	০.৩৭	৫৮৭.৯৩	০.৩০	৪৮৪.৫	০.২৫
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৫৬৫৫.৩৩	৫.১১	৯৬০৭.৫১	৬.৪৭	১০৯০২.০৭	৬.১৭	১০১০৮.৪৯	৫.২৪	১৪৯২১.৯	৭.৫৫
১৩. গণসংযোগ	১৭৬.০০	০.১৬	২১৯.৬৫	০.১৫	২৫০.৩৯	০.১৪	১৭১.২৫	০.০৯	২৪৮.২৫	০.১৩
১৪.সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৩৪৭.১৯	০.৩১	৪৩১.৮৬	০.২৯	৬৪৯.৭১	০.৩৭	৭৯৮.০৬	০.৪১	৮৭৫.২৯	০.৪৪
১৫. জন প্রশাসন	২৩৬১.১৫	২.১২	২১১৮.৯১	১.৪৩	৪৯৭৪.০৭	২.৮২	৫১৩৭.৪৯	২.৬৬	৩৩৭৭.৫২	১.৭১
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫৪৭২.০৪	৪.৯৪	১২৫৯৩.১৮	৮.৪৯	১৩৪৫৩.৬৩	৭.৬২	১৬৭৯০.৪৩	৮.৭০	১১৫৭৫.৬৬	৫.৮৬
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৪৫০.৭৭	০.৪১	৩৫৬.২৫	০.২৪	৪৬৪.৩০	০.২৬	৫৪৪.২৭	০.২৮	৫৩৭.৭২	০.২৭
থোক/বরাদ্দ	**৪০৯২.০৭**	**৩.৭০**	**৩৫৪৭.৮০**	**২.৩৯**	**৫২৪৬.৭৫**	**৩.১৪**	**৪১০১.৫৬**	**২.১৩**	**৩৮৮১.২৪**	**১.৯৬**
সর্বমোট বরাদ্দ	**১১০৭০০**	**১০০**	**১৪৮৩৮১**	**১০০**	**১৬৭০০০**	**১০০**	**১৯২৯২১**	**১০০**	**১৯৭৬৪৩**	**১০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করার জন্য ADP/RADP Management System (AMS) শীর্ষক ওয়েববেইজ পদ্ধতি ২০২০-২১ অর্থবছর হতে প্রচলন করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এডিপি'র সেক্টর বিভাজন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এডিপি' র ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত পরিবহণ ও যোগাযোগ (২৬.৪৯%), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (১৯.৮১%) এবং গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি (১১.৫১%) উল্লেখযোগ্য। সারণি ৪.৬-এ ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপে ও আরএডিপি'র বরাদ্দ দেখানো হলো:

সারণি ৪.৬: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র (অর্থবছর: ২০২১-২২)

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	সেক্টর	এডিপি বরাদ্দ	বরাদ্দের (%)	আরএডিপি বরাদ্দ	বরাদ্দের (%)
১	সাধারণ সরকারি সেবা	৩০৩৬.৪৬	১.২৮	২৩৪৭.২১	১.০৮
২	প্রতিরক্ষা	৯৮৮.১১	০.৪২	৯৯৮.১১	০.৪৬
৩	জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা	৩২০৪.৯৮	১.৩৫	৩৪৭৮.০৫	১.৬০
৪	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	৭৪৯৯.১৫	৩.১৭	৭২৬০.০৪	৩.৩৪
৫	কৃষি	৭৬৬৫.৩৭	৩.২৪	৭২৭৯.৪৮	৩.৩৫
৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৪৯৪০৮.৮৯	২০.৮৭	৪৩০০৯.২৭	১৯.৮১
৭	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৪৯২৬.৮১	২৭.৪২	৫৭৫২৮.৮৭	২৬.৪৯

ক্রমিক নং	সেক্টর	এডিপি বরাদ্দ	বরাদ্দের (%)	আরএডিপি বরাদ্দ	বরাদ্দের (%)
৮	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৪২৯৯.৮৯	৬.০৪	১৫৫২০.২৯	৭.১৫
৯	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ	৮৫২৬.২৩	৩.৬০	৯০৮৪.৯৮	৪.১৮
১০	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫৩৫১.৫৩	১০.৭১	২৪৯৮৫.৩৪	১১.৫১
১১	স্বাস্থ্য	১৭৩১১.৮২	৭.৩১	১৩৭৯৭.২৬	৬.৩৫
১২	ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন	২২১৮.৯৩	০.৯৪	২৬৬৯.৬২	১.২৩
১৩	শিক্ষা	২৩১৭৭.৯৬	৯.৭৯	২০৮২৪.৪৬	৯.৫৯
১৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৩৬৭৬.৮৭	১.৫৫	২৩৬৮.৮৭	১.০৯
১৫.	সামাজিক সুরক্ষা	১৬৪৬.৩০	০.৭০	১৮০৭.৫২	০.৮৩
উপমোট		**২৩২৯৩৯.৩০**	**৯৮.৩৭**	**২১২৯৫৯.৩৭**	**৯৮.০৭**
মোট উন্নয়ন সহায়তা		৩৮৫৩.৭৯	১.৬৩	৪১৮৬.৩৬	১.৯৩
মোট বরাদ্দ		**২৩৬৭৯৩.০৯**	**১০০.০০**	**২১৭১৪৫.৭৩**	**১০০.০০**

উৎস: আইএমইডি। নোট: স্ব-অর্থায়নের প্রকল্পসহ।

উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়ন-এ অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগানে কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও এ হার প্রায় ৬৫ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান ছিল ৬৭.৯৬ শতাংশ, পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭০.১৯ শতাংশে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান ৬৪.৯২ শতাংশে হ্রাস পেলেও পরবর্তী দুই অর্থবছরে তা মোটামুটি একই রয়েছে তবে ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগান হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৯.৩৬ শতাংশ। মূলত: বৈদেশিক উৎস থেকে বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা/ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের কারণে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমান বৃদ্ধি পায়। সারণি ৪.৭-এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ

অর্থবছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
এডিপি	৯১০০০	১১০৭০০	১৪৮৩৮১	১৬৭০০০	১৯২৯২১	১৯৭৬৪৩	২০৭৫৫০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৬১৮৪০	৭৭৭০০	৯৬৩৩১	১১৩৯০০	১৩০৯২০	১৩৪৬৪৩	১৩৩৮৮৬
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (%)	৬৭.৯৬	৭০.১৯	৬৪.৯২	৬৯.৪৬	৬৭.৮৬	৫৯.৩৬	৬৪.৫১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯'-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৮-এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে সংশোধিত বাজেটভিত্তিক ঘটতি এবং ঘাটতি অর্থায়নের চিত্র তুলে ধরা হলো। সারণি ৪.৯-এ অর্থ বিভাগের আইবাস ++, (***iBAS***$^{++}$) এর তথ্য অনুযায়ী প্রকৃত বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীতি) এবং সংযোজনী ৪.৩-এ বিস্তারিত বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত হিসাবের তথ্য দেয়া হয়েছে।

সারণি ৪.৮: জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(জিডিপির শতাংশ)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	৫.০৩	৪.৯৯	৪.৯৮	৪.৯৫	৫.৬০	৬.০৯	৫.১২
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদানসহ)	৪.৭৪	৪.৭৬	৪.৭৮	৪.৮০	৫.৪৮	৬.২৩	৫.০৬
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৫৯	৩.৫৪	২.৯৩	৩.১০	৩.৫৫	৩.৮২	৩.১২
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	১.১৫	১.২২	১.৮৫	১.৭১	১.৯২	২.২৭	১.৯৮
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	১.৪৪	১.৪৬	২.০৫	১.৮৬	২.০৫	২.৪০	২.০০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * সাময়িক

নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত জিডিপি'র ভিত্তি বছর:২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের জিডিপি'র ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬।

সারণি ৪.৯: প্রকৃত বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতকরা হারে)

অর্থবছর	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৪.০	৪.৭	৪.৭	৪.৩	৫.১

উৎস: *iBAS*++ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। জিডিপির ভিত্তি বছর:২০১৫-১৬ * লক্ষ্যমাত্রা

বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ৭০,৬৯৪.৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ২.০ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) ছিল ২৬,৩০৪.১ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ছিল ৪৪,৩৯০.৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের (নীট) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬,০৭৭.৬ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের গতিধারা সারণি ৪.১০ এবং লেখচিত্র ৪.৩ এবং দেখানো হলো।

সারণি-৪.১০: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০১৫-১৬	১২৫৪৮.৭	-৯৭৩৩.৯	২৮১৪.৮	৩৪২০৬.০	৩৭০২০.৮	১.৮
২০১৬-১৭	-৫২০.২	-১৭৮৮৪.৮	-১৮৪০৫.০	৫৩৬৮৯.২	৩৫২৮৪.২	১.৫
২০১৭-১৮	৯৬১৯.৩	-১২৪৮৫.৭	-২৮৬৬.৪	৪৭৪৯০.৭	৪৪৬২৪.৩	১.৭
২০১৮-১৯	৯২৯৩.০	১০৪৯৯.৫	১৯৭৯২.৫	৫৩৯০০.২	৭৩৬৯২.৭	২.৫
২০১৯-২০	৬৫৯২.১	৬৪১২২.৮	৭০৭১৪.৯	২২৯০২.২	৯৩৬১৭.১	৩.০
২০২০-২১	-২৭৬৬৯.৭	৫৩৯৭৩.৭	২৬৩০৪.১	৪৪৩৯০.৬	৭০৬৯৪.৭	২.০
২০২১-২২*	-১১১৩০.৫	১৯৮৬১.৯	৮৭৩১.৫	১৭৩৪৬.১	২৬০৭৭.৬	-

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.৩: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট)

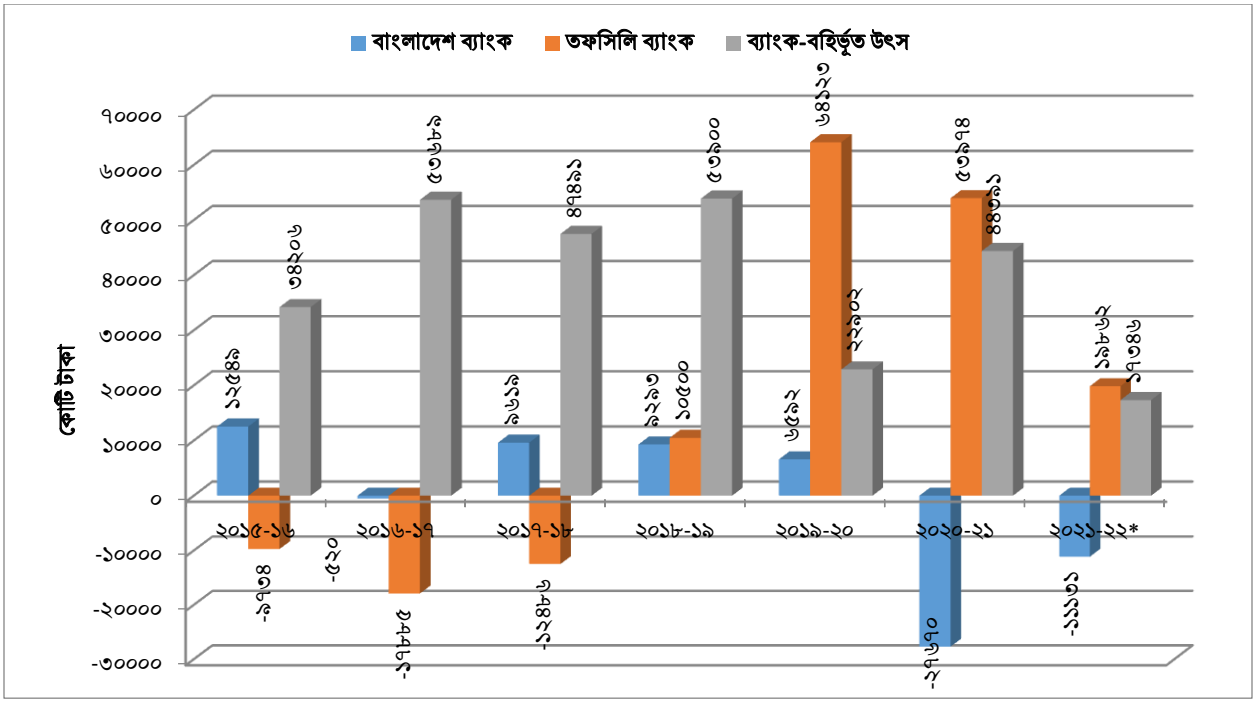

বৈদেশিক সহায়তা/ঋণ

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি (commitment)-এর পরিমাণ ৯,৪৪২.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে, বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের (disbursement) পরিমাণ ৭৯৫৭.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৭.২২ শতাংশ বেশি। এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ১,৯১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে সুদ ও আসল বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ৪৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১,৪১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে নীট বৈদেশিক প্রবাহ দাঁড়িয়েছে ৬,০৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় ৪,৮৪৫.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে মোট অর্থ ছাড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৮৯৯.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক সহায়তা (ঋণ ও অনুদান) গ্রহণ এবং ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.১১-এ সন্নিবেশ করা হলো। এছাড়া, বৈদেশিক সহায়তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট ৫৭ থেকে পরিশিষ্ট ৬১ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। দেশের বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫৫,৩৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপি'র ১২.১৫ শতাংশ।

সারণি ৪.১১ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
২০১৫-১৬	৫৩১	৩০৩৩	৩৫৬৪	২০২	৮৪৯	১০৫১	২৭১৫	২৫১৩
২০১৬-১৭	৪৫৯	৩২১৮	৩৬৭৭	২২৯	৮৯৪	১১২৩	২৭৮৩	২৫৫৪
২০১৭-১৮	৩৮৩	৫৯৮৭	৬৩৭০	২৯৯	১১১০	১৪০৯	৫২৬০	৪৯৬১
২০১৮-১৯	২৭৯	৬২৬৩	৬৫৪২	৩৯১	১২০২	১৫৯৩	৫৩৪০	৪৯৪৯
২০১৯-২০	১৯৬	৭০৭৪	৭৩৮২	৪৭৭	১২৫৭	১৭৩৪	৬১২৫	৫৬৪৮
২০২০-২১	৫০৯	৭৪৪৮	৭৯৫৭	৪৯৬	১৪১৯	১৯১৫	৬৫৩৮	৬০৪২
২০২১-২২*	১৫৬	৫৭৪৩	৫৮৯৯	৩৪৯	৯৮৬	১৩৩৫	৪৯১৩	৪৫৬৪

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত

লেখচিত্র ৪.৪: বৈদেশিক সহায়তার গতিধারা

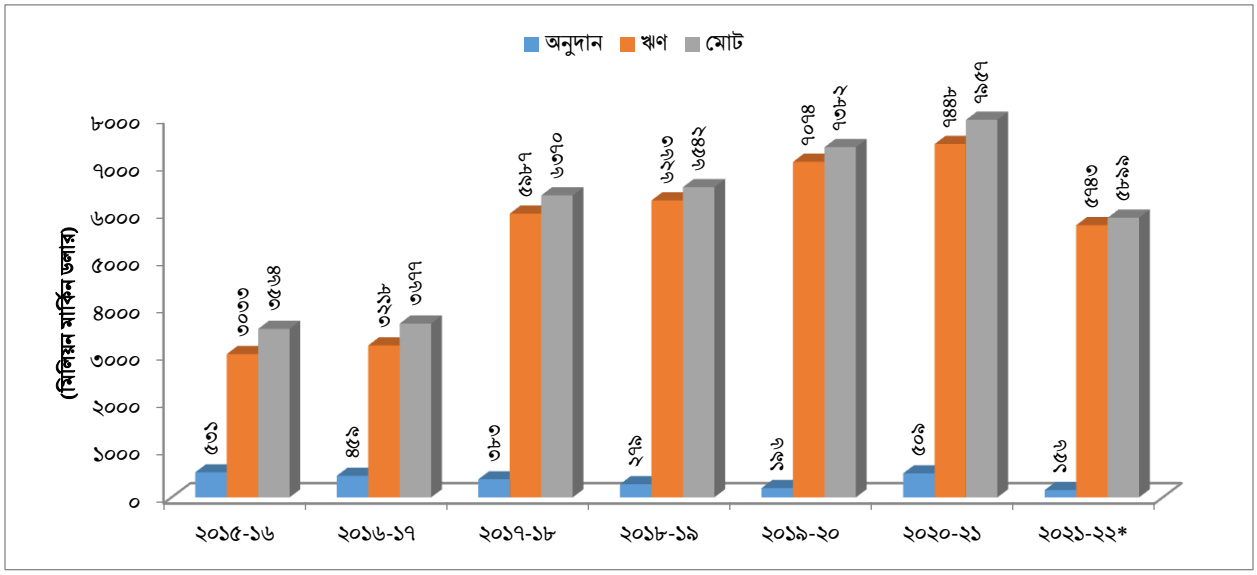

* জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২

সংযোজনী

সংযোজনী ৪.১
২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে আনীত শুল্ক-কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের বিবরণী

শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়াদি

- করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বিশেষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রদত্ত করোনা ভাইরাস টেস্টিং কিট, বিশেষ ধরনের মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, করোনাভাইরাস মোকাবেলায় উক্ত ভাইরাস সনাক্তকরণ RT-PCR কিট প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে নতুন করে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে আমদানিকৃত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, জরুরি চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবাসামগ্রী শুল্কায়নসহ খালাস প্রদান এবং রপ্তানি ও ইপিজেড এর কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে সকল কাস্টম হাউস ও কাস্টমস স্টেশনসমূহ বিশেষ ব্যবস্থায় দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।
- ঔষধ শিল্পের সুরক্ষায় এবং স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের বহুমুখী প্রসারের কৌশল অবলম্বনে শিল্প খাতের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- দেশীয় শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে অটোমোবাইল, মোটরসাইকেল, লিফট, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, মোবাইলফোন, তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত ডিভাইস উৎপাদনে কাস্টমস ডিউটি অব্যাহতি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি ও মূল্য সংযোজন কর আরোপের ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং কাঁচা তুলাসহ আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- দেশে উৎপাদিত কৃষি পণ্যকে প্রতিরক্ষণের জন্য গাজর, শালগম, কাঁচামরিচ, টমেটো, ক্যাপসিকাম, কমলা আমদানিতে প্রত্যায়িত শুল্কহার ও শুল্ক-কর নির্ধারণযোগ্য মূল্য যৌক্তিক করা হয়েছে। লবণ চাষীদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যমান সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- সাধারণ শুল্ক-কর মুক্ত সুবিধায় সুরক্ষা সামগ্রী আমদানি সুবিধা প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন জনহিতকর দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতিকে বিশেষ মওকুফ আদেশ জারী করা হয়। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, এনজিও প্রতিষ্ঠান CANBE, অরুনাচল ট্রাস্ট, বাংলাদেশ পুলিশ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, Jack Ma Foundation, এসএসএফ, United Nations Office of Project Service (UNOPS), বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, Save the Childrenসহ অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ শুল্ক-কর মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- সমুদ্র বিজয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে Bangladesh customs waters এর পরিধি বিদ্যমান ১২ নটিক্যাল মাইল থেকে ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বর্ধিতকরণ, কাস্টমস সম্পর্কিত মানিলন্ডারিং সংশ্লিষ্ট অপরাধকে চোরাচালানের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্তকরণ এর লক্ষ্যে বিদ্যমান Customs Act, 1969 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় CFC ও HFC সংশ্লিষ্ট পণ্য চিহ্নিতকরণ ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য কাস্টমস ট্যারিফে নতুন এইচ.এস কোড সৃষ্টি করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) সংক্রান্ত বিষয়াদি

আর্থিক সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- Automated এবং transparent environment এ মূল্য সংযোজন কর আইন ও তার অধীন প্রণীত বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- অনলাইনে মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদান ও ই-পেমেন্টর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;

- ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Electronic Fiscal Device (EFD)/ Sales Data Controller (SDC) স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- e-payment এর মাধ্যমে অনলাইনে মূসক পরিশোধ করা যায়। উল্লেখ্য যে, একক চালানে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমান মূল্য সংযোজন কর ই-পেমেন্টের মাধ্যমে জমা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্ণওভার কোটি টাকার অধিক তাদের মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত নীতি

দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং অন্যান্য কার্যক্রম

- দেশীয় ভারী প্রযুক্তিগত শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার এবং কম্প্রেসরের ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে;
- অটোমোবাইলস শিল্পের বিকাশে দেশে উৎপাদিত গাড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে;
- দেশীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন, ব্লেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেকট্রিক কেটলি, আয়রন, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার ও প্রেসার কুকারের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- Active Pharmaceutical Ingredients (API) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে;
- পলিস্টাইরিন স্টেপল ফাইবার উৎপাদনের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে;
- কৃষি যন্ত্রপাতি, যথা: পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার, অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, লো-লিফ্ট পাম্প, রোটারি টিলার ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসার শো-রুমের ভাড়ার উপর সেবা পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি বলবৎ রাখা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতিপয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

- কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সার্ভার, কী-বোর্ড, PCB ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- মোবাইল ফোনের স্থানীয় উৎপাদন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে

- বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে COVID-19 Test Kits এর আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় Surgical Mask (Face Mask সহ) এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের জন্যও মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ নিরোধক ঔষধের আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রযোজ্য মূসক প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং কোভিড-১৯ নিরোধক টিকা আমদানি পরবর্তী সংরক্ষণ, বিপণন, পরিবহন, ডিস্ট্রিবিউশন এবং টিকাদান কর্মসূচীর ফি এর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর (উৎসে মূসক কর্তনসহ) অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক এই দুর্যোগকালে জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোবল অটুট রাখার স্বার্থে মেডিটেশন সেবার উপর মূসক অব্যাহতি বলবৎ রাখা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক হার নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে

সিগারেট

পূর্বের মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা (২০২০-২১)	পূর্বের করভার (সম্পূরক শুল্ক হার) (২০২০-২১)	বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা (২০২১-২২)	বিদ্যমান করভার (সম্পূরক শুল্ক হার) (২০২১-২২)
৩৯ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫৭%	৩৯ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫৭%
৬৩ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	৬৩ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%
৯৭ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	১০২ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%
১২৮ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	১৩৫ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%

বিড়ি

বিড়ির ধরণ	শলাকা (প্রতি প্যাকেট)	২০২০-২১ অর্থবছরের মূল্য (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কসহ)	২০২১-২২ অর্থবছরের মূল্য (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কসহ)	২০২০-২১ অর্থবছরের সম্পূরক শুল্ক হার	২০২১-২২ অর্থবছরের সম্পূরক শুল্ক হার
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার বিযুক্ত)	৮ শলাকা	৬.০০ টাকা	৬.০০ টাকা	৩০%	৩০%
	১২ শলাকা	৯.০০ টাকা	৯.০০ টাকা	৩০%	৩০%
	২৫ শলাকা	১৮.০০ টাকা	১৮.০০ টাকা	৩০%	৩০%
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার সংযুক্ত)	১০ শলাকা	১০.০০ টাকা	১০.০০ টাকা	৪০%	৪০%
	২০ শলাকা	১৯.০০ টাকা	১৯.০০ টাকা	৪০%	৪০%

আয়কর সংক্রান্ত বিষয়াদি

২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য আয়কর খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ

- **কোম্পানি করদাতা, কৃত্রিম ব্যক্তি সত্ত্বা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ব্যক্তি করদাতার করহার এর যৌক্তিককরণঃ**
  - ব্যক্তি করদাতাদের ব্যবসায়িক টার্নওভার করহার ০.৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ০.২৫ শতাংশ করা হয়েছে; এক ব্যক্তি কোম্পানি (ওপিসি) এর করহার ২৫ শতাংশ করা হয়েছে।
  - পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির কর হার ২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানির কর হার ৩২.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে।
  - কোম্পানি ও ব্যক্তি সংঘ ব্যতিত অন্যান্য কৃত্রিম ব্যক্তি-সত্তা ও করারোপণ যোগ্য সত্তার করহার ৩০ শতাংশ করা হয়েছে।
  - বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর হার ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- **তৃতীয় লিঙ্গের করদাতার করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ভিত্তিক কর রেয়াত**
  - তৃতীয় লিঙ্গের করদাতার জন্য করমুক্ত সীমা ৩ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩.৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
  - কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০ শতাংশ অথবা ১০০ জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গ হতে নিয়োগ করলে উক্ত কর রেয়াত প্রদান করার বিধান করা হয়েছে।
- **সম্পদের উপর সারচার্জ যৌক্তিকীকরণ**
  - বিদ্যমান ৭টি ধাপের পরিবর্তে ৫টি ধাপ করা হয়েছে।
  - আয় না থাকলে সম্পদের উপর সারচার্জ পরিশোধের বিধান বাতিল করা হয়েছে।
  - ন্যূনতম সারচার্জ বিলোপ করা হয়েছে।
- **মৎস্য আয়ের করহার যৌক্তিকীকরণ**
  - বিদ্যমান তিনটি করধাপের পরিবর্তে চারটি করধাপ করা হয়েছে।
  - ২০ লক্ষ টাকা পরবর্তী অবশিষ্ট আয়ের উপর ১০ শতাংশ এর পরিবর্তে ৩০ লক্ষ টাকা পরবর্তী অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫ শতাংশ করহার করা হয়েছে।

- **আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম ও সাধারণ উৎস করহার যৌক্তিকীকরণ**
  - আমদানি পর্যায়ে সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল ৩ শতাংশের পরিবর্তে ২ শতাংশ, সমুদ্রগামী জাহাজ ২ শতাংশ এর পরিবর্তে ১ শতাংশ, ক্যাশ রেজিস্ট্রার, সব ধরনের ফল, প্রপেলার শূন্যের পরিবর্তে ৫ শতাংশ, নারিকেলের তন্তু ৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ৩ শতাংশ এবং সকল ধরনের মদ ও পারফিউম ৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ২০ শতাংশ অগ্রীম কর আরোপ করা হয়েছে।
  - পাবলিক অকশনের মাধ্যমে কোনো পণ্য, সম্পত্তি বা অধিকার বিক্রয় করা বা লিজ প্রদান করা হলে অকশন ক্রেতার নিকট হতে ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর এর বিধান করা হয়েছে।
  - বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩" এর অধীন লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন কালে উৎসে ৫০,০০০ টাকা কর সংগ্রহের বিধান করা হয়েছে।
  - শুধুমাত্র রেন্টাল এর পরিবর্তে সকল ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণের বিপরীতে বিল পরিশোধকালে উৎসে কর কর্তনের বিধান সংযোজন করা হয়েছে। সিমেন্ট, লোহা এবং লোহা জাতীয় পণ্যের সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে করহার ৩ শতাংশ হতে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে।
  - কোনো নিবাসী ঠিকাদার বাংলাদেশে কোনো অনিবাসীর সাথে ঠিকাদারী চুক্তি সাপেক্ষে উক্ত কাজের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তন করার হার ১০ শতাংশ এর পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে। ১০ বছরের অধিক সময়ের নৌযানের জন্য যাত্রীপ্রতি অগ্রিম কর ১২৫ টাকার স্থলে ১০০ টাকা করা হয়েছে।
- **করনেট সম্প্রসারণ**
  - দুই লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে, দুই লক্ষ টাকার উর্ধ্বে পোস্টাল সেভিংস্ ডিপোজিট খুলতে, বাড়ির নকশা অনুমোদনে এবং সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনে টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।
  - ই-কর্মাস প্ল্যাটফর্ম কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
- **ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও করমুক্ত খাতের সম্প্রসারণ**
  - ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে বিদ্যমান ২২টি খাতের পাশাপাশি Cloud service, System Integration, e-learning platform, e-book publications, Mobile application development service এবং IT Freelancing নামক নতুন খাতসমূহকে করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
  - ৫ লক্ষ পর্যন্ত যেকোনো অংকের কর অটোমেটেড চালানের মাধ্যমে বা এ-চালানে পরিশোধ করার বিধান করা হয়েছে।
- **'Made in Bangladesh' ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে কর প্রণোদনা**
  - মেগা শিল্পে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে অন্যূন ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে স্থাপিত অটোমোবাইল (থ্রি হুইলার ও ফোর হুইলার) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ২০ বছরের কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
  - হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস উৎপাদনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছরের কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
  - ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, শিশু খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাকে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
  - হালকা প্রকৌশল শিল্পের সকল প্রকার পণ্য যা কেবল শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হবে এমন উদ্যোক্তাদের দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- **জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা**
  - শিল্পায়নের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীতে বিভিন্ন কারিগরি বিষয় এর উপর পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- **আইটি হার্ডওয়্যার খাতে উদ্যোক্তা তৈরীতে প্রণোদনা**
  - আইটি খাতে বাংলাদেশে আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রণোদনা হিসেবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- **সুলভ এবং বিকেন্দ্রীত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ**
  - বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুলভ করতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার বাইরে স্থাপিত এবং অন্যূন ২৫০ শয্যার সাধারণ হাসপাতাল অথবা ২০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের শর্তে হাসপাতালের আয়কে দশ বছরের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

- **ক্ষুদ্রঋণ সংগ্রহ ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা**
  - নারী উদ্যোক্তার মালিকানাধীন SME খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।
  - ক্ষুদ্রঋণের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতে NGO Affairs Bureau এর পাশাপাশি Micro Credit Regulatory Authority এর সাথে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষুদ্রঋণ হতে আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।
- **দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহে ও বন্ডমার্কেট সৃষ্টিতে সহায়তা**
  - দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহের লক্ষ্যে সুকুক বন্ডের সহজ প্রচলন ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর এবং ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট হতে মূল প্রতিষ্ঠানের বরাবরে সম্পত্তি পুনঃ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- **অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ**
  - ২০,০০০ টাকার অধিক বেতন-ভাতাদি এবং কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যয়ের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা অতিক্রম করলে ব্যাংক ট্রান্সফারের পাশাপাশি মোবাইল ফাইনানসিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে ব্যয় পরিশোধের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।
  - যে কোন সরবরাহ ও ঠিকাদারীর বিল ব্যাংকিং বা মোবাইল ফাইনানশিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে গ্রহণ করা না হলে বিদ্যমান উৎসে করহারের অতিরিক্ত ৫০শতাংশ কর্তন করার বিধান করা হয়েছে।

সংযোজনী ৪.২
কোভিড ১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৭৩,০০০
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৪০,০০০
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১৭,০০০
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫,০০০
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১৩৮
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০০
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	৭৭০
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	১,৩২৬
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০
১৪	কৃষি ভর্তুকি	৯,৫০০
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৮,০০০
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩,০০০
১৭	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে)	৩,২০০
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকী	২,০০০
১৯	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	২,০০০
২০	তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা	১,৫০০
২১	৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১,৫০০
২২	বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ	১,২০০
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	৯৩০
২৪	দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নির্মাণ শ্রমিক এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান	৪৫০
২৫	শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে ২৫ জুলাই হতে ৭ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সারা দেশে বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম পরিচালনা	১৫০
২৬	৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান	১০০
২৭	গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান	১,৫০০
২৮	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে Working Capital ঋণ সহায়তা প্রদান	১,০০০
	মোট (কোটি টাকায়)	**১,৮৭,৬৭৯**
	মোট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	**২২,০৮০**
জিডিপি'র শতকরা হারে (%)		**৬.২৩**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী ৪.৩
এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত বাজেট	বাজেট	হিসাব
	২০২১-২২	২০২১-২২	২০২০-২১
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান			
রাজস্ব প্রাপ্তি	**৩৮৯০০০**	**৩৮৯০০০**	**৩২৮৬৬৫**
করসমূহ	৩৪৬০০০	৩৪৬০০০	২৬৯৮০৩
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	৩৩০০০০	৩৩০০০০	২৬৩৮৮৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	১৬০০০	১৬০০০	৫৯১৭
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৩০০০	৪৩০০০	৫৮৮৬২
বৈদেশিক অনুদান	**৩১৯২**	**৩৪৯০**	**২৩৪৮**
মোট	**৩৯২১৯২**	**৩৯২৪৯০**	**৩৩১০১৩**
ব্যয়			
পরিচালন ব্যয়	**৩৬৬৬২৭**	**৩৬১৫০০**	**২৮৫৮৩০**
আবর্তক ব্যয়	৩৪০৫৭২	৩২৮৮৪০	২৬৫৮৯৩
এর মধ্যে সুদ			
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৬৫০০০	৬২০০০	৬৬৩১৯
বৈদেশিক ঋণের সুদ	৬২৪৪	৬৫৮৯	৪২৮৭
মূলধন ব্যয়	২৬০৫৬	৩২৬৬০	১৯৯৩৭
খাদ্য হিসাব	১৩৬	৫১৭	৪২৪৬
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	৪৭৮৯	৪৫০৬	৫৯৩
উন্নয়ন ব্যয়	**২২১৯৪৮**	**২৩৭০৭৮**	**১৬৯৪৯১**
স্কিম	৩০৪০	৩১৭৬	২৭২১
এডিপি বহির্ভূত বিশেষ প্রকল্প	৬৩৩৬	৫১৯০	৪১০৮
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২০৯৯৭৭	২২৫৩২৪	২৬০৪৯৫
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর	২৫৯৫	২৫৮৮	২১৬৬
মোট-ব্যয়	**৫৯৩৫০০**	**৬০৩৬৮১**	**৪৬০১৬০**
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	**-২০১৩০৮**	**-২১১১৯১**	**-১২৯১৪৭**
(জিডিপির শতকরা হার)	-৫.১	-৬.১	-৪.২
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	**-২০৪৫০০**	**২১৪৬৮১**	**-১৩১৪৯৫**
(জিডিপির শতকরা হার)	-৫.১	-৬.২	-৪.৩
অর্থ সংস্থান			
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**৭৭০২০**	**৯৭৭৩৮**	**৪৫৭০৮**
বৈদেশিক ঋণ	৯১৮১২	১১২১৮৮	৫৭৭২৬
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-১৪৭৯২	-১৪৪৫০	-১২০১৮
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১২৪২৮৮**	**১১৩৪৫৩**	**৮২৫০৬**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	৮৭২৮৭	৭৬৪৫২	৩২৬৭৩
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	৬২৪৩৫	৫১৬০০	৫০৬৯২
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	২৪৮৫২	২৪৮৫২	১৮০১৯
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৩৭০০১	৩৭০০১	৪৯৯১৩
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	৩২০০০	৩২০০০	৪৩০৪০
অন্যান্য (নীট)	৫০০১	৫০০১	৬৮৭৩
মোট অর্থসংস্থান	**২০১৩০৮**	**২১১১৯১**	**১২৮২৯৪**
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ জিডিপি:	**৩৯৭৬৪৬২**	**৩৪৫৬০৪০**	**৩০৮৭৩০০**

উৎস: আইবাস ++, অর্থ বিভাগ।